চারিত্রিক অপবাদের ঘটনা

ইফ্‌কের ঘটনা

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছেঃ"চারিত্রিক অপবাদের ঘটনা" বা "ইফ্‌কের ঘটনা।"।

বনু মুসতালিকের অভিযানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ন দিক হচ্ছে "ইফ্‌ক"বা "চারিত্রিক অপবাদের ঘটনা"এ ঘটনার সারকথা হচ্ছে, রাসুল (সঃ)কোথাও সফরে যাওয়ার সময় সহধর্মিনীদের নামে লটারি করতেন।যার নাম উঠত তাকে সফরসঙ্গিনী করতেন। এ অভিযানেযাওয়ার সময় হযরত আয়েশা(রাঃ) এঁর নাম ওঠে ।রাসুল(সঃ) তাকে সঙ্গে নিয়ে যান।ফেরার পথে এক জায়গায় যাত্রাবিরতি করা হয়। হযরত আয়েশা(রাঃ) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে গলার হার হারিয়ে ফেলেন। এ হার তিনি তাঁর বোনের কাছ থেকে ধার নিয়েছিলেন। হার নেই দেখে সাথে সাথে খুঁজতে যান। ইতিমধ্যে রাসুল(সঃ) ও সাহাবীরা মদীনার পথে রওনা হন। হযরত আয়েশা(রাঃ) এর হাওদা যারা উটের পিঠে রেখে দিতেন ,তারা ভেবেছিলেন, তিনি হাওদার ভেতরেই রয়েছেন। এ কারনে হাওদা উটের পিঠে তুলে বেঁধে দেন।হাওদার ওজন হাল্কা হওয়ার ব্যপারে তারা কিছু ভাবেননি। কেননা, অল্প বয়স্কা হযরত আয়েশা(রাঃ) ছিলেন হাল্কা পাতলা। কয়েকজন ধরে হাওদা তুলেছিলেন, এ কারনে তারা বুঝতে পারেননি, ভেতরে মানুষ নেই। দুই একজন হাওদা তুললে হালকা হওয়ার ব্যপারটা হয়ত বুঝতে পারতেন।

মোট কথা, হযরত আয়েশা(রাঃ) হার খুঁজে অবস্থানস্থলে এসে দেখেন সকলেই চলে গেছে ,ময়দান একেবারে খালি। তিনি তখন এই ভেবে বসে পড়লেন, তাঁকে না পেয়ে নিশ্চয়ই কেউ খুঁজতে আসবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়লা যা ইচ্ছা করেন তাই হয়ে থাকে। হযরত আয়েশা(রাঃ) এক সময় ঘুমিয়ে পড়েন।

এরপর হযরত সাফওয়ান বিন মোয়াত্তাল(রাঃ)-এর" ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিঊন,ইনি যে রাসুলুল্লাহ(সঃ) এঁর সহধর্মিনী"-এ কথা শুনে হযরত আয়েশা(রাঃ)-এর ঘুম ভাঙে। হযরত সাফওয়ান বিন মোয়াত্তাল(রাঃ) সেনাদলের একেবারে পেছনের অংশে ঘুমিয়ে ছিলেন। আর ছিলেনও তিনি খুব বেশী ঘুমকাতুরে। তিনি হযরত আয়েশা(রাঃ)কে দেখেই চিনে ফেলেন। কেননা পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার আগেও তিনি হযরত আয়েশা(রাঃ)কে দেখেছিলেন। তিনি ইন্নালিল্লাহ পড়ে নিজের সওয়ারী হযরত আয়েশা(রাঃ)কাছে নিয়ে বসিয়ে দিলে তিনি সওয়ারীতে আরোহন করেন। হযরত সাফওয়ান ইন্নালিল্লাহ ব্যতীত একটি কথাও বলেননি। হযরত আয়েশা(রাঃ)কে কিছু জিজ্ঞেসও করেননি। চুপচাপ উটের রশি ধরে পায়ে হেঁটে কাফেলায় এসে পৌঁছান ।

তখন ছিল ঠিক দুপুর।কাফেলার সকলে সে সময় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। হযরত সাফওয়ানকে এভাবে আসতে দেখে বিভিন্ন জন নিজ নিজ ভঙ্গিতে মন্তব্য করে। আল্লাহর দুশমন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই

মনের ক্লেদ প্রকাশের একটা মহা সুযোগ পেয়ে গেল। তার অন্তরে ঘৃণা ও হিংসার যে ধিকিধিকি আগুন জ্বলছিল, সে তা প্রকাশ করে দেয়। সে আল্লাহর সহধর্মিনীর নামে অপবাদ রটাতে শুরু করে। তার সঙ্গী - সাথীরাও এ ঘটনা আশ্রয় করে তার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করতে থাকে। মদীনায় আসার পর এ অপবাদকারীরা অত্যন্ত অবিচলতার সাথে প্রোপাগান্ডা চালায়। ওই দিকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব শুনেও চুপচাপ রইলেন। তিনি এ প্রসঙ্গে কোন কথাই বললেন না। বেশ কিছুদিন যাবত ওহীও আসেনি।

এদিকে হযরত আয়েশা(রাঃ)বনী মোস্তালেক অভিযান থেকে এসেই অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং লাগাতার এক মাস শয্যাশায়ী থাকেন। তাঁর নামে রটানো অপবাদ সম্পর্কে তিনি কিছুই জানতেন না। তবে মাঝে মাঝে ভাবছিলেন,ইতিপূর্বে অসুস্থতার সময় রাসুল(সঃ)যে সমবেদনাপূর্ন ব্যবহার করতেন, এবার তা করছেন না। রোগমুক্তির পর হযরত আয়েশা (রাঃ) এক রাতে উম্মে মেস্তাহের সাথে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে ময়দানে গিয়েছিলেন। ঘটনাক্রমে উম্মে মেস্তাহ নিজের চাদরে পা জড়িয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে যান।

এতে তিনি নিজের পুত্রকে বদ্দোয়া করেন। হযরত আয়েশা(রাঃ) এতে উম্মে মেস্তাহকে সতর্ক করলে তিনি বললেন , আমার পুত্র প্রপাগান্ডার অপরাধের অংশীদার। একথা বলেই তিনি হযরত আয়েশা(রাঃ)-কে তার নামে রটানো অপবাদের ঘটনা শোনান।হযরত আয়েশা(রাঃ) সবকিছু ভালভাবে জানতে তাঁর আব্বা আম্মার কাছে যাওয়ার জন্যে আল্লাহর রাসুলের কাছে অনুমতি চাইলেন । অনুমতি পেয়ে তিনি তার আব্বা আম্মার কাছে চলে যান। সেখানে সবকিছু জানার পর তিনি অঝোর ধারায় কাঁদতে লাগলেন। দুই রাত একদিন কেঁদে কেঁদে কাটান ।এ সময় তিনি ঘুমাতে পারেননি এবং তার চোখের পানিও বন্ধ হয়নি।তিনি অনুভব করছিলেন, কাঁদতে কাঁদতে যেন বুক ফেটে যাবে। সে অবস্থায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করেন। তিনি কালেমা শাহাদত সম্বলিত খোতবা পাঠ করে বল্লেন,হে আয়েশা,তোমার সম্পর্কে আমার কানে এ ধরনের কথা এসেছে। যদি তুমি এসব থেকে মুক্ত থাকো তবে শিঘ্রই আল্লাহ তায়ালা সে কথা প্রকাশ করবেন। যদি আল্লাহ না করুন, তুমি পাপ করেই থাক , তবে আল্লাহর কাছে মাগফেরাত চাও, তওবা কর। বান্দা যখন নিজের পাপের কথা স্বীকার করে আল্লাহর কাছে তওবা করে ,তখন আল্লাহ তায়ালা সেই তওবা কবুল করেন।এসময় হযরত আয়েশার কান্না একেবারে থেমে যায়।

একফোঁটা পানিও তাঁর চোখে এলো না। তিনি তার আব্বা আম্মাকে(হযরত আবু বকর(রাঃ) ও তার স্ত্রী) জবাব দিতে বললেন, তারা বুঝতে পারছিলেন না কি জবাব দিবেন। পরে হযরত আয়েশা(রাঃ) নিজেই বললেন,আল্লাহর শপথ,আমি জানি, শুনতে শুনতে আপনাদের মনে একথা গেঁথে গেছে। আপনারা একথা সত্য বলেই মনে করেছেন। এখন যদি আমি নির্দোষ হওয়ার কথা বলি, তাহলে আপনারা বিশ্বাস করবেন না । কাজেই এমতাবস্থায় আমার এবং আপনাদের অবস্থা হচ্ছে সেরকম যা হযরত ইউসুফ (আঃ) এঁর পিতা ইয়াকুব(আঃ) বলেছিলেন, সুতরাং পুর্ণ ধৈর্য্যই শ্রেয়, তোমরা যা বলছো, সে বিষয়ে আল্লাহ তায়ালাই সাহায্যকারী।

একথার পর হযরত আয়েশা(রাঃ) অন্যদিকে ফিরে শুয়ে পড়েন। ঠিক তখনই রাসুল(সঃ) এঁর ওপর ওহী নাযিল হতে শুরু করে। ওহী নাযিলের কষ্টকর অবস্থা শেষ হওয়ার পর তিনি মিটিমিটি হাসছিলেন। তিনি প্রথমেই বললেন, ‘হে আয়েশা, আল্লাহ তায়ালা তোমার নির্দোষ হওয়ার কথা ঘোষনা করেছেন। তাঁর আম্মা খুশীর সাথে বললেন, আয়েশা, আল্লাহর রসুলের কাছে যাও।হযরত আয়েশা(রাঃ) কৃত্রিম অভিমানের সুরে বললেন, আমি যাব না, আমি শুধু আল্লাহরই প্রশংসা করব।

এ ঘটনা সম্পর্কে যেসব আয়াত নাযিল হয়েছে সেগুলো সুরা নূরের অন্তর্ভূক্ত ১০টি আয়াত যা, "ইল্লাল্লাযীনা জাউ.....থেকে শুরু হয়েছে।

এরপর অপবাদ রটানোর অভিযোগে মেস্তাহ ইবনে আছাছা, হাস্‌সান ইবনে সাবেত, এবং হামনা বিনতে জাহাশ -এ তিনজনের প্রত্যেককে ৮০টি করে বেত্রাঘাত করা হয়।

মোনাফেক নেতা খোবিস দুর্ব্বৃত্ত আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের পিঠ সাজা থেকে রক্ষা পায়। অথচ এ অপবাদ রটনায় সে ছিল শীর্ষস্থানে। এ ব্যাপারে সে দুর্বৃত্তই প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল। অথচ তাকে কোন শাস্তি দেয়া হয়নি।

হয়তো এর কারন ছিল, যাদের শাস্তি দেয়া হয়,তা তদের পরকালের আযাব হাল্কা করে দেয় এবং তাদের গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে যেহেতু আল্লাহ তায়ালা পরকালে কঠোর শাস্তি দিবেন বলে ঘোষনা করেছেন, তাই তাকে কোন শাস্তি দেয়া হয়নি।অথবা যে কারনে তাকে হত্যা করা হয়নি, সে কারণেই রটনা রটানোর অপরাধেও কোন শাস্তি দেয়া হয়নি।

সুরা ২৪ আন নূর, আয়াতঃ১১-২০

إِنَّ الَّذِينَ جَآءُو بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا
لَّكُم ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ
مِنَ الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾

যারা এই অপবাদ রচনা করেছে তারা তোমাদেরই একটি দল; এটাকে তোমরা(মু'মিনগণ) তোমাদের জন্যে অনিষ্টকর মনে করো না;বরং এটা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর; তাদের প্রত্যকের জন্যে আছে তাদের কৃত পাপ কর্মের ফল এবং তাদের মধ্যে যে এই ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে , তার জন্যে আছে কঠিন শাস্তি।

لَّوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ
خَيْرًا وَقَالُوا هَٰذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ﴿١٢﴾

যখন তোমরা একথা শুনলে , তখন মু'মিন পুরুষ এবং নারীগণ কেন নিজেদের বিষয়ে সৎ ধারণা করেনি এবং বলেনিঃএটা সুস্পষ্ট অপবাদ।

لَوْ لَا جَآءُوْ عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ۚ فَاِذْ لَمْ يَاْتُوْا بِالشُّهَدَآءِ

فَاُولٰٓئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ﴿١٣﴾

তারা কেন এই ব্যাপারে চারজন সাক্ষী হাজির করেনি? যেহেতু তারা সাক্ষী হাজির করেনি , সে কারণে তারা আল্লাহর বিধানে মিথ্যাবাদী।

وَ لَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهٗ فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ

لَمَسَّكُمْ فِيْ مَآ اَفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٤﴾

দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাক্লে,তোমরা যাতে লিপ্ত ছিলে তার জন্য কঠিন শাস্তি তোমাদেরকে স্পর্শ করতো।

اِذْ تَلَقَّوْنَهٗ بِاَلْسِنَتِكُمْ وَ تَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ

بِهٖ عِلْمٌ وَّ تَحْسَبُوْنَهٗ هَيِّنًا ۖ وَّ هُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ ﴿١٥﴾

যখন তোমরা মুখে মুখে এটা ছড়াচ্ছিলে এবং এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করছিলে যার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিল না এবং তোমরা একে তুচ্ছ গণ্য করেছিলে, যদিও আল্লাহর নিকট ছিল এটা গুরুতর বিষয়।

وَ لَوْ لَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا ۖ

سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ ﴿١٦﴾

এবং তোমরা যখন এটা শ্রবণ করলে তখন কেন বললে না, এ বিষয়ে আমাদের বলাবলি করা উচিত নয়; আল্লাহ পবিত্র ,মহান! এটা তো এক গুরুতর অপবাদ!

يَعِظُكُمُ اللّٰهُ اَنۡ تَعُوۡدُوۡا لِمِثۡلِهٖۤ اَبَدًا اِنۡ كُنۡتُمۡ مُّؤۡمِنِيۡنَ ﴿۱۷﴾

আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা যদি মু'মিন হও, তবে কখন অনুরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি করবে না।

وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الۡاٰيٰتِ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيۡمٌ حَكِيۡمٌ ﴿۱۸﴾

আল্লাহ তোমাদের জন্যে তাঁর আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

اِنَّ الَّذِيۡنَ يُحِبُّوۡنَ اَنۡ تَشِيۡعَ الۡفَاحِشَةُ فِى الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَهُمۡ عَذَابٌ

اَلِيۡمٌ ۙ فِى الدُّنۡيَا وَالۡاٰخِرَةِ ؕ وَاللّٰهُ يَعۡلَمُ وَاَنۡتُمۡ لَا تَعۡلَمُوۡنَ ﴿۱۹﴾

যারা মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্যে আছে দুনিয়া ও আখিরাতে পীড়াদায়ক শাস্তি এবং আল্লাহ জানেন তোমরা জান না।

وَلَوۡلَا فَضۡلُ اللّٰهِ عَلَيۡكُمۡ وَرَحۡمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ رَءُوۡفٌ رَّحِيۡمٌ ﴿۲۰﴾

তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেউই অব্যাহতি পেত না এবং আল্লাহ দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু।

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা আসুন, আমরা কোন সচ্চরিত্র নারী ও পুরুষের উপর মিথ্যা চারিত্রিক অপবাদ দেয়া থেকে নিজেদের বিরত রাখি । আল্লাহ আমাদের সহায় হোক। দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ আমাদেরকে কল্যাণ দান করুন। আল্লাহ দুনিয়ায় আমাদেরকে দীনের উপর সঠিক পথে পরিচালিত করুণ। আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

……